সংবাদ

তারিখ 26 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

ইবিতে সেশনজট : ৮ বছরেও শেষ হয় না শিক্ষাজীবন

প্রতিনিধি, ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় অনির্ধারিত বন্ধে সেশনজট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ ভেদে দুই থেকে সাড়ে তিন বছরের সেশনজট বিরাজ করছে। ফলে পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে লেগে যাচ্ছে আট বছরেরও বেশি সময়। তিন বছরের অভিশপ্ত সেশনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী। চাকরি নামের 'সোনার হরিণ' পাওয়ার সুযোগও হাতছাড়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ভাগ্যে জুটছে একটাই খেতাব 'আদু ভাই'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ১৮টি বিভাগের মধ্যে ৯টি বিভাগেই এখন প্রতিটি বিভাগে এক থেকে দেড় বছর সেশনজট রয়েছে। সেশনজট সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বায়োটেকনোলজি অ্যাণ্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। এ বিভাগে ৮টি ব্যাচ রয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগে ৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫ জনই শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তীব্র সঙ্কটের কারণেই বিভাগটির এ হাল হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন।

২০০০-'০১ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ১০ মাস আগে শেষ হলেও এখনও তাদের ফল প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের অন্য সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা এখন ৪র্থ বর্ষের শেষের দিকে গেলেও এখনও আইন বিভাগের ৩য় বর্ষ পরীক্ষাই হয়নি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কিছু শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও একাডেমিকবহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকা। ফলে এক বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লেগে যায় দুই থেকে আড়াই বছর। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বহিঃপরীক্ষণ ও অন্যান্য অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় লাগে প্রায় এক বছর। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার ঢাকা, রাজশাহীসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও শিক্ষা সময়ই তারা সেখানে থাকেন, দু'তিনদিনের জন্য ক্যাম্পাসে এসে বেতন তোলেন এবং দু'একটি ক্লাস নেন। ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী অনেক শিক্ষকও ঠিকমতো ক্লাস নেন না। শিক্ষকদের এই দায়িত্বহীনতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

সেশনজটের নতুন মাত্রা যোগ হয় চলতি বছর ১৯ মে ৫৩টি বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে ৮৮ জনকে নিয়োগকে কেন্দ্র করে। নিয়োগ বঞ্চিতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও প্রক্টরের অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়। নিয়োগকে কেন্দ্র করে ভিসি প্রফেসর রফিকুল ইসলামের দুর্নীতির প্রতিবাদে তার পদত্যাগ ফোরামের শিক্ষকরা ২৪ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করে। ১০ জুলাই ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম পদত্যাগ করলে ট্রেজারার প্রফেসর ড. এএনএম আনোয়ারুর করিমকে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯ জুলাই থেকে শিক্ষক সমিতি ইবি শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজনকে ভিসি নিয়োগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি পালন করে। ১৯ জুলাই শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করার সময় সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের এ ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেন।

প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক ইবি'র নবম ভিসি নিযুক্ত হন এবং তিনি ঘোষণা দেন রমজান মাসে ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। এদিকে চাকরি প্রার্থীদের চাপের মুখে ভিসি ক্যাম্পাস ছেড়ে ঢাকায় অবস্থান করায় নিরাপত্তার অজুহাতে হল প্রভোস্টরা ভিসি, ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রারের অজান্তেই ছাত্রীদের দু'টি হল বন্ধ ঘোষণা করেন ২৯ সেপ্টেম্বর। ফলে ১০টি বিভাগের চলমান পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৪ দলের ডাকা লাগাতার অবরোধে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস শেষ হলেও পরীক্ষা নিতে পারছেন না শিক্ষকরা। এতে সেশনজট আরও